

মাছের ক্ষত রোগ এর কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মতো মাছও রোগ এবং পরজীবীর শিকার হয়। ক্ষত রোগ তেমনি একটি মাছের রোগ। মাছের ক্ষত রোগের বৈজ্ঞানিক নাম এপিজুটিক আলসারেটিভ সিনড্রোম (EUS) যা মাইকোটিক গ্যানুলোম্যাটোসিস (MG), আলসারেটিভ মাইকোসিস (UM) বা রেড স্পট ডিজিজ (RSD) নামেও পরিচিত। ১৯৭১-৭২ সালে এশিয়া- প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রথম এই রোগ শনাক্ত হয় এবং পরে ধীরে ধীরে সমগ্র এশিয়া- প্যাসিফিক অঞ্চলে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৮ সালের মারাত্মক বন্যার পরে, বাংলাদেশে প্রথম মাছের ক্ষত রোড প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া যায়। এতে ইন্ডিয়ান মেজর কার্প জাতীয় মাছ যেমন: রঙ্গী, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি প্রজাতি প্রধানত আক্রান্ত হয়।

কারণ: জলাশয়ের দৃষ্টিতে পরিবেশ, পানির তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও পানির পিএইচ ৭ এর নিচে নামা, অ্যালকালিনিটি ৪০-৫০ পিপিএম ও ক্লোরাইডের স্বল্পতা হলে প্রাথমিক পর্যায়ে পানিতে বসবাসকারী *Aphanomyces invadans* নামক প্রজাতির মন্ড (এক প্রকার ছত্রাক) দ্বারা এ রোগের সংক্রমণ হয়। ছত্রাকের এ প্রজাতি ছাড়াও *Achlya* spp নামক প্রজাতি আক্রান্ত মাছের বহিঃত্তকে পাওয়ার রেকর্ড আছে। রোগের দ্বিতীয় স্তরের সংক্রমণ (Secondary infection) এ *Aeromonas hydrophila*, *A. sobria*, *Pseudomonas* spp. ও *Vibrio* spp. নামক ব্যাকটেরিয়ার আবির্ভাব ঘটে। এছাড়াও স্নেকহেড এবং এই রোগে সংবেদনশীল অন্যান্য প্রজাতির রোগাক্রান্ত মাছের ক্ষত থেকে বেশ কয়েকটি *birnavirus*, *reovirus* ও *rhabdovirus* এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

আক্রান্ত প্রজাতি: শোল, টাকি, পুঁটি, কৈ, শিৎ, বাইম, কার্প জাতীয় মাছসহ প্রায় ৩২ প্রজাতির মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

সময়: সাধারণত শীতকালের শুরুতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

লক্ষণ:

- ➡ শুরুতে মাছের গায়ে ছোট ছোট লাল দাগ দেখা যায়;
- ➡ লাল দাগে ঘা ও ক্ষত হয়;
- ➡ ক্ষতে চাপ দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হয়;
- ➡ মাছ খাদ্য কর খায়;
- ➡ মাছ ভারসাম্যহীনভাবে পানির উপরে ভেসে থাকে;
- ➡ আক্রান্ত ক্ষতের মাংস খসে হাড় বেড়িয়ে পড়ে;
- ➡ আক্রান্ত অংশ দেহ হতে খসে পড়ে;
- ➡ আক্রান্ত মাছ ১৫-২০ দিনের মধ্যে মারা যায়।



চিত্র: ১ ক্ষত রোগে আক্রান্ত মাছ

প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা:

- ➡ জলাশয়ের সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃশ্যমান পরিবেশ বজায় রাখতে হবে;
- ➡ জৈব সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে;
- ➡ মাছের ঘনত্ব কম রাখতে হবে;
- ➡ আক্রান্ত মাছ সরিয়ে ফেলতে হবে;
- ➡ পাড়ের গাছের ডালপালা ছেটে দিতে হবে;
- ➡ আশ্চর্য বা কার্তিক মাসে প্রতি শতকে ৩ ফুট পানির গড় গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করলে ক্ষত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়;
- ➡ আক্রান্ত মাছের পুকুরে শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম হারে লবণ তিন সপ্তাহে তিন বার প্রয়োগ করতে হবে। অথবা ২-৪ পিপিএম (মিলগ্রাম/লিটার) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে এক মিনিট গোসল করাতে হবে। অথবা প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৫০ মিলগ্রাম হারে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা রেনামাইসিন দুই সপ্তাহ প্রয়োগ।

বিস্তারিত তথ্য ও সেবার জন্য নিকটস্থ উপজেলা মন্ড অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রচারে:



মৎস্য অধিদপ্তর

ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

